দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 NOV 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

33

শিক্ষা খাতে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে

—প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষা খাতের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এ খাতে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন। খবর বাসস'র।

গতকাল ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির (বাকশিস) জাতীয় মহাসম্মেলন উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির সামনে এখন প্রধান প্রশ্ন 'আমাদের দেশে শিক্ষার মান সন্তোষজনক কি-না'।

তিনি বলেন, জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষা ক্ষেত্রেও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি বলেন, এটা না হলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হাসিল হবে না।

শিক্ষকদের কথা উল্লেখ করে বেগম জিয়া আশা প্রকাশ করেন, তারা কোন সরকারের উত্থান-পতনের বিষয়ে অংশ না নিয়ে সব সময় তাদের পেশাগত নীতি ও আদর্শ সমুন্নত রাখবেন।

তিনি বলেন, জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে আমি সব সময় জনগণের পাশে দাঁড়াবো।

সম্মেলনে বাকশিসের সভাপতি এ, কে, এম, শহীদুল্লাহ সভাপতিত্ব করেন এবং অন্যান্যের

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

হামলায় মেহেরপুর ছাত্র লীগ নেতার মৃত্যুতে শেখ হাসিনার শোক

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবিরের হামলায় বাংলাদেশ ছাত্র লীগ মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার দপ্তর সম্পাদক রেজাউল হকের মৃত্যুতে গভীর

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে পূর্তমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম মিয়া, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী প্রিন্সিপ্যাল ইউনুস খান, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী প্রফেসর জাহানারা বেগম, ডঃ এ মইন খান এমপি, মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম এমপি এবং বাকশিসের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক আহমদ বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী পেশাগত আদর্শ সমুন্নত রাখার মাধ্যমে দেশ গঠনের কাজে সাহায্য করার জন্য শিক্ষকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, এসব সমস্যা সমাধানের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিগত স্বৈরশাসকের আমলের শিক্ষা খাতের কথা উল্লেখ করে বেগম জিয়া বলেন, দেশের শিক্ষা পদ্ধতিকে বিপর্যস্ত করার জন্য এ সময়ে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সহিংসতা ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়া হয়।

তিনি বলেন, স্বৈরশাসন আমলে সেশন জট ও মেধা পাচার একটা মারাত্মক রূপ নেয় এবং পরীক্ষায় ব্যাপক অসাধু পন্থা অবলম্বন করা হয়। তিনি উল্লেখ করেন, তার সরকার গণশিক্ষা কর্মসূচী পুনরায় চালু করেছে এবং জাতীয় উন্নয়নের প্রধান বিষয় হিসেবে শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

তিনি বলেন, গণতন্ত্র ও শিক্ষা পরস্পরের পরিপূরক এবং শিক্ষার পরিবেশ বিরাজ করলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে।

তিনি শিক্ষকদের বিবেকের ধারক ও সমাজের স্থপতি হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধ ও জাতীয় প্রয়োজনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হয়েছে। কারণ, এই সরকার শিক্ষা বিস্তার ও তার মানোন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরো উল্লেখ করেন, ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল রেখে নয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ খোলা হচ্ছে।

তিনি বলেন, সরকার শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করতে এবং পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন রোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি উল্লেখ করেন, এ ব্যাপারে সংসদে প্রয়োজনীয় আইন পাস করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার উৎপাদনমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে।

বেগম জিয়া বলেন, আমরা শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার চাই।

তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে জনগণের অবস্থারও উন্নতি হবে।

বেগম জিয়া আশা প্রকাশ করেন, শিক্ষকবৃন্দ তাদের ভাবমূর্তি ও সুনাম সমুন্নত রেখে আন্তরিকতার সাথে উন্নত শিক্ষা প্রদানে ভূমিকা পালন করবেন।